যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আর নয় পাঠ্যবই কেলেঙ্কারি

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ লইয়া আবারও জটিলতা দেখা দিয়াছে। ঢাকার ৭৫০টি প্রেসের মধ্য হইতে মাত্র শ খানেক প্রেসকে দেয়া হইতেছে পাঠ্যপুস্তকের কাজ। বাদবাকি প্রেস মালিকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তীব্র ক্ষোভ। তাহারা গত রবিবার সংবাদ সম্মেলন করিয়া বলিয়াছে. প্যাকেজ পদ্ধতি চালু করিলে বঞ্চিত হইবে অধিকাংশ মুদ্রণ ব্যবসায়ী এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ ব্যক্তিবিশেষে কিংবা একটি গ্রুপের হাতে কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। তাহারা প্যাকেজ পদ্ধতি বাতিলসহ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করিয়াছে।

বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ লইয়া ইতিমধ্যে যে জটিলতা দেখা দিয়াছে. উহা যে ক্রমাগত ঘনীভূত হইবারই পূর্ব লক্ষণ. উহা না বলিলেও চলে। অক্টোবর মাসের অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে. অথচ কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ওয়ার্ক অর্ডার দিতে পারে নাই। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভিতর মহলে যে এই বিষয় লইয়া বড় ধরনের গোল বাঁধিয়াছে এখনও পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার দিতে না পারিবার মধ্যেই তাহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। চলতি ২০০১ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ লইয়া যে স্মরণকালের ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়াছে পাঠ্যপুস্তক কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের মনোনীত বেক্সিমকো গ্রুপের তিনটি প্রেস. সেই লজ্জা আর ব্যর্থতারই কি পুনরাবৃত্তি হইতে যাইতেছে ২০০২ সালের পাঠ্যপুস্তক লইয়া? যদি প্যাকেজ পদ্ধতির শতাধিক প্রেসকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ কোটি বই মুদ্রণের ওয়ার্ক অর্ডার এখনই দেওয়া হয়. তাহা হইলেও চলতি বৎসরের ডিসেম্বরের মধ্যে তাহা মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ সম্ভব হইবে না। মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক লইয়া তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কি করিবেন? পাঠ্যপুস্তক কর্তৃপক্ষ যে আবারও কেলেঙ্কারি ডাকিয়া আনিতেই কালক্ষেপণ করিয়া ফেলিয়াছে. তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সত্যিকার অর্থে আগস্ট মাসে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহের ওয়ার্ক অর্ডার দিবার সময়। দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ অতীত দিনগুলিতে সেই পথই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া দলীয় চেতনাসমৃদ্ধ লোকেরাই সরকারি কাজ পাওয়ায় ভিন্নাদর্শের প্রেস মালিকেরা বঞ্চিত হইয়াছে। ২০০১ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহের দায়িত্ব বেক্সিমকো গ্রুপকে দেওয়ার ভিতর দিয়া কেবল ৭৫০টি প্রেসকে বঞ্চিত করা হয় নাই. গোটা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহকেই রাজনীতিকরণ হইয়াছিল। এই বৎসর বেক্সিমকোকে কাজ না দিলেও শতাধিক প্রেসের একটি গ্রুপ সৃষ্টি করিয়া এই ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টির উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। ইহা কোন সুস্থতার লক্ষণ নয়। দশে মিলিয়া কাজ করিলে কম সময়েই কোটি কোটি বই মুদ্রণ সম্পন্ন করা যায়। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীর নিকট ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সরবরাহ করাও সম্ভব। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ. বাঁধাই ও সরবরাহ লইয়া এই জটিলতা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দ্রুত উদ্যোগ লইতে হইবে। ক্ষমতাসীন নূতন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পাঠ্যপুস্তক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিতে তৎপর হইবেন. ইহাই সকল মহলের প্রত্যাশা।